দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২৯ MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বই সিলেবাসভুক্তকরণ

প্রতিবছর শিক্ষক ও প্রকাশকদের মাঝে লেনদেন হয় ২০ কোটি টাকা

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

সারাদেশে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে প্রতিবছর বই সিলেবাসভুক্ত করাতে শিক্ষক ও প্রকাশকদের মাঝে লেনদেন হয় ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা। টাকা খেয়ে নিম্নমানের বই সিলেবাসভুক্ত করছে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি। প্রকাশকরা ডোনেশনের টাকা তুলতে ন্যায্যমূল্য থেকে বাড়িয়ে দাম রাখছেন কয়েকগুন বেশি। ফলে গ্রামে বসবাসকারী ৮০ ভাগ দরিদ্র অভিভাবক তাদের সন্তানদের যথাসময়ে বই কিনে দিতে পারছে না। ফলে বই কেনার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে ফসল তোলা পর্যন্ত। যথাসময়ে বই কিনতে না পারায় পড়ালেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অনেকে। থানা বা জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে প্রকাশকদের গোপন আঁতাতের মাধ্যমেই বই সিলেবাসভুক্ত করা হয়। আর তাই বইয়ের মান নয় টাকার অংক, যার বেশি তার বই-ই সিলেবাসভুক্ত করা হয়। এ কারণেই প্রকাশকরা বাজারের সবচেয়ে কমদামী কাগজ ও নিম্নমানের পৃঃ২কঃ৬

প্রতিবছর শিক্ষক ও প্রকাশকদের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ছাপা দিয়ে বই বাজারে ছাড়েন। এই ডোনেশন প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই প্রকাশকরা দুই ধরনের বই ছাপায়। সিলেবাসভুক্ত করার আগে সৌজন্য কপির জন্য ভাল মানের ও সাদা কাগজের বই ছাপলেও পরে ছাত্রদের জন্য ছাপানো হয় নিম্নমানের ও নিউজ কাগজের বই। আর নিউজ কাগজে ছাপানো বইয়ের মূল্যও থাকে সাদা কাগজের চেয়ে অনেক বেশি। জানা যায়, একটি বইয়ের জন্য প্রকাশকদের কত টাকা ডোনেশন দেয়া হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই বইয়ের দাম নির্ধারণ করা হয়। ফলে মূল সমস্যাটা হয় অভিভাবক ও ছাত্রদের। অনেক গরীব ছাত্র তাই যথা সময়ে বই কিনতে পারে না। কারণ তাদের ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাই বছরের ৪/৫ মাস বই ছাড়াই পড়া লেখা করতে হয়। টাকা গ্রহণের কারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের ঐ বই কিনতে বাধ্য করে থাকেন। তাদের নির্দেশিত বই না কিনলে ক্লাশ থেকে বের করে এমনকি অনেক সময় নাম কেটে দেয়া হয়। ফলে ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ঐ বই কিনে থাকে। মাদ্রাসা বা স্কুল ফান্ডের কথা বলে টাকা নিলেও মূলত শিক্ষক বা সমিতির নেতারাই ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় এমন অভিযোগ অধিকাংশ প্রকাশকদের। প্রকাশকদের নিম্নমানের বই স্কুলগুলোতে পাঠ্য করার অভিযোগে চলতি বছর থেকে সরকার বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রামার বের করেছে। মাদ্রাসা বোর্ডও আগামী বছর বাংলা ও ইংরেজী গ্রামারও বের করার প্রচেষ্টা চলছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সরকারী স্কুলগুলোতে বোর্ড কর্তৃক ছাপানো গ্রামার না কিনে প্রকাশকদের থেকে টাকা খেয়ে তাদের বই কেনার জন্য ছাত্রদের বাধ্য করছে। তবে প্রকাশকরা বলছে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী গ্রামারটি সম্পূর্ণ ইংরেজীতে হওয়ায় ছাত্রদের এমনকি শিক্ষকদেরও অসুবিধা হচ্ছে তাই তাদের সহজ করে দেয়ার জন্য একটি সহায়িকা বের করা হয়েছে। তবে এই সহায়িকাটিও পাঠ্য করাতে প্রকাশকদের ব্যাপক দোড়-ঝাঁপ করতে দেখা গেছে। এজন্য ব্যয় করতে হয়েছে প্রায় কোটি টাকা।

আল আরাফা পাবলিকেশন্স-এর নির্বাহী পরিচালক মাহমুদ হাসান ইনকিলাবকে বলেন, ডোনেশন দেয়ার কারণে আলিয়া মাদ্রাসার বইয়ের দাম স্কুল বা কওমী মাদ্রাসার চেয়ে কয়েক গুন বেশি। কওমী মাদ্রাসার সাদা কাগজে ছাপানো যে বইয়ের দাম ২০ টাকা আলিয়া মাদ্রাসার নিউজ পেপারে ছাপানো সেই বইয়ের দাম হয় ৪০ টাকা। এর কারণ হল মাদ্রাসার বই একই ম্যাটার দিয়ে ৫/৬ কোম্পানী বিভিন্ন নামে ছাপায়। তাই ডোনেশন দেয়ার ক্ষেত্রে চলে প্রতিযোগিতা। যে যত বেশি ডোনেশন দিতে পারে তার বই পাঠ্য করা হয়। জানা যায়, ছাপা খরচ কমিয়ে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা পুস্তক প্রকাশক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মাদ্রাসা সিলেবাসের কোন বই সাদা কাগজে ছাপানো যাবে না। কোন প্রকাশনী যদি সাদা কাগজে বই ছাপায় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কয়েকজন প্রকাশকের সাথে আলাপকালে জানা যায়, যেসব এলাকার প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সমিতির প্রধান আদর্শ শিক্ষক সমিতি করে সেসব প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন বেশি দিতে হয়। যেমন- চট্টগ্রাম সাতকানীয়ার প্রতিটি থানায় এক একটা প্রকাশনীর কাছ থেকে ৫/৬ লাখ টাকা নিয়ে থাকে। তাছাড়া ২/৩টি প্রকাশনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি প্রকাশনীর বই পাঠ্য করারও অভিযোগ রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

জানা যায়, হাসান বুক ডিপো ধামরাই থানাকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে, গ্রন্থ বিতান ধনিয়া এ কে স্কুলকে দিয়েছে ৭ লাখ টাকা, ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন স্কুল ও হাজী জাবেদ আলীকে দিয়েছে সাড়ে ৩ লাখ টাকা, ময়মনসিংহ গৌরিপুর থানা মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি এ টি এম রহমাতুল্লাহ আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী থেকে মোটা অংকের টাকা খেয়ে তাদের বই পাঠ্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, তিনি বাংলাবাজারের সোনালী সোপানের কাছ থেকে বই পাঠ্য করার ওয়াদা নিয়ে প্রায় ১০ হাজার টাকার সৌজন্যসংখ্যা বই নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্রাফিয়া প্রকাশনীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে তার বই পাঠ্য করেছে। আদর্শ শিক্ষক পরিষদের মাদারীপুর জেলা সেক্রেটারি কাজী ইয়াদুল মিতা ট্রেডার্সকে তাদের বই সিলেবাসভুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে মাদারীপুর ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাবাজারের মিল্লাত পাবলিকেশন্স থেকে টাকা নিয়ে তাদের বই পাঠ্য করেন। এ ব্যাপারে বাংলাবাজার মিতা ট্রেডার্স-এর প্রধান নির্বাহী মিনহাজুল আবেদীন শরীফ ইনকিলাবকে বলেন, ডোনেশন প্রক্রিয়ায় বই সিলেবাসভুক্ত করায় মূল ক্ষতিটা হচ্ছে ছাত্রদের। আর ডোনেশনের ব্যাপারে প্রকাশকদের থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের আগ্রহই বেশি থাকে। শিক্ষকদের কাছে বইয়ের মান নয় টাকাটাই মূল লক্ষ্য।